দৈনিক সংবাদ

তারিখ 23 DEC 1993
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে

গোবিন্দগঞ্জ থানার রাজাহার ইউনিয়নে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম গোপালপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। আমাদের সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, এই বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা গত ৯ই ডিসেম্বর শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে থানা শিক্ষা অফিস ঘেরাও করে এবং একটি স্মারকলিপি পেশ করেছে। এই বিদ্যালয়ে নাকি প্রধান শিক্ষক ছাড়া আর কোন শিক্ষক নেই।

এলাকাবাসী জানান যে, তিন বছর যাবৎ এই বিদ্যালয়টি মাত্র একজন শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এর মধ্যে জাতীয় নির্বাচন হয়েছে, সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রবর্তিত হয়েছে, বাজেটে শিক্ষাখাতে সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের দায়িত্ব নিয়েছেন, প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কিন্তু গোপালপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভাগ্য পরিবর্তন হয়নি।

এই বিদ্যালয়টি যদি সরকারী বিদ্যালয় না হতো অথবা এই বিদ্যালয়ের দুরবস্থা যদি ব্যতিক্রম বলে বিবেচনা করা যেতো, তা হলে হয়তো আমাদের উদ্বেগের কোন কারণ থাকতো না। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সরকারী বিদ্যালয়গুলোর সমস্যা সম্পর্কে সরকার কতটা সচেতন, গোপালপুরের বিদ্যালয়টি তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ মাত্র। প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে এত ঢাকঢোল পেটানোর পরেও তিন বছর ধরে একটি বিদ্যালয় একজনকে দিয়ে চালানো তাজ্জবের ব্যাপার মনে হতে পারে। তবে খোঁজখবর করলে এ ধরনের আরো অনেক সরকারী বিদ্যালয় আবিষ্কৃত হলে আমরা আশ্চর্য হবো না।

প্রধানমন্ত্রী গুরুত্ব বিবেচনা করে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের গুরুদায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন। পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সমীপে আকুল আবেদন' করার সামর্থ্য গোপালপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নেই। শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে তারা থানা শিক্ষা অফিস পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছে। তাদের দেয়া স্মারকলিপি যেন ফাইলের জঙ্গলে হারিয়ে না যায়, তার জন্য আমরা সবার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। মহিলা হোক, পুরুষ হোক, আমলাতান্ত্রিক স্টাইলে হোক আর জরুরীভিত্তিতে হোক, দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বাড়ানো যে কতটা প্রয়োজন, এ প্রসঙ্গে তা আমরা সকল শিক্ষা কর্মকর্তাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। এর মাধ্যমেও সরকার প্রমাণ করতে পারেন প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি তাদের দরদ কতোখানি।